

করে আজও প্রভাষক পদে রয়ে গেছেন। আবার, অনেকে ৯/১০ বছর ধরে সহকারী অথবা সহযোগী অধ্যাপকের পদে সন্তোষজনকভাবে চাকরি করে পদোন্নতি ছাড়াই এল.পি.আর-এ চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। গত কেয়ার টেকার সরকারের আমলে সামান্য কয়েকজনের পদোন্নতি হয়েছে, কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দীর্ঘ ৩ বছরের মধ্যে সরকারী কলেজের কোন শিক্ষকেই পদোন্নতি দেয়া হয়নি। ইতোপূর্বে এত দীর্ঘ দিন কখনও পদোন্নতি বন্ধ থাকেনি। ফলে অধিকাংশ কলেজেই অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের প্রচুর পদ শূন্য পড়ে আছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। পদোন্নতির কথা উঠলেই শিক্ষামন্ত্রণালয় বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করেন।

## শিক্ষকদের পদোন্নতি জটিলতা

চাকুরীবিধি মোতাবেক একজন সরকারী কলেজের প্রভাষক ৮ বছরে সহকারী অধ্যাপক, ১২ বছরে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৪ বছরে অধ্যাপক পদের পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। অথচ ১৯৮১ সালে পি.এস.সি. এর মাধ্যমে সরকারী কলেজের প্রভাষক পদে যোগদান করে দীর্ঘ ১৮ বছর সন্তোষজনক চাকরি

সমরেশ বসু

প্রবন্ধ- বিশ্বনাথ বসু

প্রভাষক বাংলা বিভাগ

সরকারী কে. সি কলেজ, বিনাইদহ